# শিক্ষানবিশ

বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষার এর প্রেক্ষাপট

খাঁন মোহাম্মদ মাহমুদ হাসান

# ভূমিকা:

শিক্ষানবিশতা একটি প্রাচীন এবং প্রমাণিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি যা শিক্ষার্থীদের একটি নির্দিষ্ট পেশায় দক্ষতা অর্জন করতে সাহায্য করে। এই পদ্ধতিতে, একজন অভিজ্ঞ কর্মী (প্রশিক্ষক) একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে (শিক্ষানবিশ) তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

এই বইটির উদ্দেশ্য হল:

- শিক্ষানবিশতা কী এবং এর সুবিধা কী তা ব্যাখ্যা করা।
- বাংলাদেশে কারিগরী শিক্ষার বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা।
- শিক্ষানবিশতা এবং বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা।
- শিক্ষানবিশতার সুযোগ-সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জগুলি তুলে ধরা।
- শিক্ষানবিশতা প্রক্রিয়া উন্নত করার জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

এই বইটিতে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে:

প্রথম অধ্যায়: শিক্ষানবিশতার সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জগুলি আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কাঠামো এবং বিভিন্ন স্তরের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: শিক্ষানবিশতার ভূমিকা, চাকরির জন্য প্রস্তুতি, সুযোগ-সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জগুলি আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সুবিধা, কাঠামো এবং চ্যালেঞ্জগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সুপারিশ এবং এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

এই বইটি শিক্ষানবিশ, প্রশিক্ষক, শিক্ষক, নীতিনির্ধারক, নিয়োগকর্তা এবং শিক্ষানবিশতা প্রোগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্যদের জন্য লেখা হয়েছে।

আশা করি, এই বইটি শিক্ষানবিশতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করবে এবং বাংলাদেশে এর উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

**খান মোহাম্মদ মাহমুদ হাসান (লেখক)**

# সুচিপর্ত্র

ভূমিকা: ..................................................... ৩

প্রথম অধ্যায়: শিক্ষানবিশতা ..................................................... ৮

শিক্ষানবিশতা কী? ..................................................... ৮

শিক্ষানবিশতার উদ্দেশ্য..................................................... ৮

শিক্ষানবিশতার ধরন .....................................................১০

শিক্ষানবিশতার সুবিধা .....................................................১২

শিক্ষানবিশতার চ্যালেঞ্জ ..................................................... ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা..................................................... ১৬

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস..................................................... ১৬

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য.....................................................১৮

কাঠামো.....................................................১৯

সার্টিফিকেট স্তর..................................................... ২০

ডিপ্লোমা স্তর..................................................... ২০

ডিগ্রী স্তর.....................................................২১

তৃতীয় অধ্যায়: শিক্ষানবিশতা এবং বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা.....................২৩

শিক্ষানবিশতার ভূমিকা .....................................................২৩

চাকরির জন্য প্রস্তুত করা..................................................... ২৫

শিক্ষানবিশতার চ্যালেঞ্জ ..................................................... ৩১

শিক্ষানবিশতার উন্নতির উপায়..................................................... ৩১

শিক্ষানবিশদের আগ্রহ.....................................................৩২

শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণ ........ ৩২

শিক্ষানবিশদের সুযোগ-সুবিধা ........ ৩২

শিক্ষানবিশতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ........ ৩৩

চতুর্থ অধ্যায়: শিক্ষানবিশতা প্রক্রিয়া ........ ৩৫

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা: ........ ৩৫

দক্ষ কর্মী সংকট: ........ ৩৫

কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি: ........ ৩৬

দক্ষতা বৃদ্ধি: ........ ৩৬

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি: ........ ৩৬

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: ........ ৩৭

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের সুবিধা: ........ ৪০

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের কাঠামো: ........ ৪৩

শিক্ষানবিশতা প্রক্রিয়া ........ ৪৫

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের চ্যালেঞ্জ: ........ ৪৭

পঞ্চম অধ্যায়: শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন ........ ৫০

ভূমিকা: ........ ৫০

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: ........ ৫০

দক্ষ কর্মী তৈরি: ........ ৫০

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি: ........ ৫১

দারিদ্র্য বিমোচন: ........ ৫১

শিল্পের উন্নয়ন: ........ ৫২

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশ: ........ ৫২

প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের উন্নয়ন: ........ ৫২

পরীক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি:........................................................৫৩

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন:......................................................৫৪

শিক্ষানবিশদের ভাতা বৃদ্ধি:...................................................... ৬১

সরকারি নীতিমালা: ............................................................... ৬২

শ্রম আইন অনুসারে শিক্ষানবিশতা ................................................... ৬৪

শিক্ষানবিস - জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১.................................... ৬৭

উপসংহার ..............................................................................৭০

# প্রথম অধ্যায়: শিক্ষানবিশতা

## শিক্ষানবিশতা কী?

শিক্ষানবিশতা হল একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে একজন শিক্ষার্থী একজন অভিজ্ঞ পেশাদারের অধীনে কাজ করে এবং বাস্তব-বিশ্বের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শিক্ষানবিশতা সাধারণত একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষার একটি অংশ হিসাবে ঘটে, কিন্তু এটি একটি স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম হিসাবেও হতে পারে।

## শিক্ষানবিশতার উদ্দেশ্য

শিক্ষানবিশতার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের বাস্তব-বিশ্বের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা প্রদান করা যাতে তারা শিল্পে চাকরির জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এই উদ্দেশ্যটি অর্জনের জন্য, শিক্ষানবিশতা শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নলিখিতগুলি করতে সহায়তা করে:

- **তাদের পছন্দের পেশায় দক্ষতা অর্জন করতে:** শিক্ষানবিশতা শিক্ষার্থীদের তাদের পছন্দের পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। তারা একজন অভিজ্ঞ পেশাদারের অধীনে কাজ করে, যিনি তাদের কাজের দক্ষতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং পেশাদার দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করতে পারেন।

- **বাস্তব-বিশ্বের কাজের পরিবেশের সাথে পরিচিত হতে:** শিক্ষানবিশতা শিক্ষার্থীদের বাস্তব-বিশ্বের কাজের পরিবেশের সাথে পরিচিত হতে সহায়তা করে। তারা শিল্পে চাকরির জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করার জন্য কাজের প্রকৃতি, কাজের চাপ এবং কাজের পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারে।
- **পেশাদার নেটওয়ার্ক তৈরি করতে:** শিক্ষানবিশতা শিক্ষার্থীদের পেশাদার নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সহায়তা করে। তারা একজন অভিজ্ঞ পেশাদারের সাথে কাজ করে, যিনি তাদের শিল্পে নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সহায়তা করতে পারেন। তারা অন্যান্য শিক্ষানবিশ এবং পেশাদারদের সাথেও দেখা করতে পারে, যারা তাদের ক্যারিয়ারের জন্য মূল্যবান সংযোগ হতে পারে।
- **তাদের ক্যারিয়ারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে:** শিক্ষানবিশতা শিক্ষার্থীদের তাদের ক্যারিয়ারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সহায়তা করে। তারা কাজের প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

শিক্ষানবিশতার উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য, শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলিকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত:

- শিক্ষানবিশদের তাদের পছন্দের পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জনের সুযোগ প্রদান করা।
- শিক্ষানবিশদের বাস্তব-বিশ্বের কাজের পরিবেশের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করা।
- শিক্ষানবিশদের পেশাদার নেটওয়ার্ক তৈরি করার সুযোগ প্রদান করা।
- শিক্ষানবিশদের তাদের ক্যারিয়ারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করা।

## শিক্ষানবিশতার ধরন

বাংলাদেশের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি অনুসারে, শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ এখন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাত - উভয় ক্ষেত্রেই একটি অন্তর্ভুক্ত দক্ষতা উন্নয়ন প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা ও ম্যানপাওয়ার প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET) সম্প্রতি অনানুষ্ঠানিক খাত থেকেও শিক্ষানবিসদের গ্রহণের নিয়ম গ্রহণ করেছে, যা আনুষ্ঠানিক খাতের শিক্ষানবিসদের জন্য প্রযোজ্য একই পদ্ধতি অনুসরণ করে। তবে, আলাদা আলাদা নিবন্ধন বই রক্ষা করা হয়। আরও স্পষ্টতার জন্য, এখানে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষানবিস প্রোগ্রামের সংজ্ঞা দেওয়া হলো:

i) আনুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশ প্রোগ্রামঃ

আনুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ হলো এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে একজন তরুণ শিক্ষানবিস কোনো মাঝারি বা বড় উদ্যোগে (উদ্যোগ) অভিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে শেখা এবং পাশাপাশি কাজ করার মাধ্যমে কোনো পেশার বা কাজের জন্য দক্ষতা অর্জন করে। শিক্ষানবিস এবং তত্ত্বাবধায়ক শিল্পের প্রচলিত নিয়ম ও পরিবেশ অনুসারে একটি প্রশিক্ষণ চুক্তি সম্পাদন করেন। শিক্ষানবিসরা কারিগরি দক্ষতা অর্জন করে এবং পেশার সংস্কৃতি ও নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে, যা তাদের শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পরে চাকরি খুঁজে পাওয়া বা ব্যবসা শুরু করা সহজ করে।

ii) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশ প্রোগ্রামঃ

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ হলো এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে একজন তরুণ শিক্ষানবিস কোনো ক্ষুদ্র বা মাইক্রো প্রতিষ্ঠান (উদ্যোগ) "মাস্টার ক্রাফ্টস পার্সন" (MCP) নামক অভিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে শেখা এবং পাশাপাশি কাজ করার মাধ্যমে কোনো পেশার বা শিল্পের জন্য দক্ষতা অর্জন করে। শিক্ষানবিস এবং MCP সমাজের স্থানীয় রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য অনুসারে একটি প্রশিক্ষণ চুক্তি সম্পাদন করেন। শিক্ষানবিসরা কারিগরি দক্ষতা অর্জন করে এবং পেশার সংস্কৃতি ও নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে, যা তাদের শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পরে চাকরি খুঁজে পাওয়া বা ব্যবসা শুরু করা সহজ করে।

## শিক্ষানবিশতার সুবিধা

শিক্ষানবিশতা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মূল্যবান সুযোগ হতে পারে। শিক্ষানবিশতা শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তব-বিশ্বের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে যা তাদের ক্যারিয়ারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। শিক্ষানবিশতার কিছু নির্দিষ্ট সুবিধা নিম্নরূপ:

- **বাস্তব-বিশ্বের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন:** শিক্ষানবিশতা শিক্ষার্থীদের তাদের পছন্দের পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে। তারা একজন অভিজ্ঞ পেশাদারের অধীনে কাজ করে, যিনি তাদের কাজের দক্ষতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং পেশাদার দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করতে পারেন।

- **চাকরির সন্ধানে সুবিধা:** শিক্ষানবিশতা শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য প্রস্তুত হতে সহায়তা করে, যার ফলে তাদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষানবিশতা শিক্ষার্থীদের বাস্তব-বিশ্বের কাজের অভিজ্ঞতা দেয়, যা তাদের চাকরি দেওয়ার সময় নিয়োগকর্তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে।

- **পেশাদার নেটওয়ার্ক তৈরি:** শিক্ষানবিশতা শিক্ষার্থীদের পেশাদার নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সহায়তা করে, যা তাদের

কর্মজীবনে সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। শিক্ষানবিশতা শিক্ষার্থীদের একজন অভিজ্ঞ পেশাদারের সাথে কাজ করার সুযোগ দেয়, যিনি তাদের শিল্পে নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সহায়তা করতে পারেন। তারা অন্যান্য শিক্ষানবিশ এবং পেশাদারদের সাথেও দেখা করতে পারে, যারা তাদের ক্যারিয়ারের জন্য মূল্যবান সংযোগ হতে পারে।

- **আর্থিক সুবিধা:** শিক্ষানবিশতা শিক্ষার্থীদের প্রায়শই তাদের প্রশিক্ষণ চলাকালীন বেতন পায়। এটি শিক্ষার্থীদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করতে এবং তাদের শিক্ষার খরচ মেটাতে সহায়তা করতে পারে।

শিক্ষানবিশতার সুবিধাগুলি শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন উপায়ে মূল্যবান হতে পারে। শিক্ষানবিশতা শিক্ষার্থীদের তাদের ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুত করতে, চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়াতে এবং পেশাদার নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে।

## শিক্ষানবিশতার চ্যালেঞ্জ

শিক্ষানবিশতা একটি মূল্যবান সুযোগ হতে পারে, তবে এটি কিছু চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন হতে পারে। শিক্ষানবিশতার কিছু নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ নিম্নরূপ:

- **দীর্ঘ কর্মঘন্টা:** শিক্ষানবিশরা প্রায়শই দীর্ঘ কর্মঘন্টা কাজ করতে হয়। শিক্ষানবিশতা প্রায়ই একটি পূর্ণ-সময়ের চাকরির মতোই হয়, যার অর্থ শিক্ষানবিশদের সপ্তাহে 40 ঘন্টা বা তার বেশি কাজ করতে হতে পারে।

- **চাপের কাজের পরিবেশ:** শিক্ষানবিশরা প্রায়শই চাপের কাজের পরিবেশের মুখোমুখি হয়। শিক্ষানবিশরা প্রায়শই তাদের কাজের জন্য উচ্চ প্রত্যাশা থাকে এবং তাদের ভুলের জন্য তাদের জবাবদিহি করতে হতে পারে।

- **অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার অভাব:** শিক্ষানবিশরা প্রায়শই অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার অভাব নিয়ে শুরু করে। শিক্ষানবিশদের তাদের কাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং তাদের ভুল থেকে শিখতে হতে পারে।

শিক্ষানবিশতার চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য, শিক্ষানবিশদের প্রস্তুত হওয়া উচিত এবং তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত।

দীর্ঘ কর্মঘন্টা মোকাবেলা করার জন্য, শিক্ষানবিশদের তাদের সময় পরিচালনা করার দক্ষতা বিকাশ করা উচিত এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবন এবং কর্মজীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কৌশল বিকাশ করা উচিত।

চাপের কাজের পরিবেশ মোকাবেলা করার জন্য, শিক্ষানবিশদের চাপ মোকাবেলা করার কৌশল শিখতে হবে এবং তাদের সহকর্মীদের কাছ থেকে সহায়তা চাইতে হবে।

অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার অভাব মোকাবেলা করার জন্য, শিক্ষানবিশদের তাদের কাজের প্রতি আগ্রহী হতে হবে এবং তাদের শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব শিখতে হবে।

শিক্ষানবিশতার চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করা কঠিন হতে পারে, তবে এটি একটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা হতে পারে যা শিক্ষার্থীদের তাদের ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করতে পারে।

শিক্ষানবিশতা একটি মূল্যবান শিক্ষার সুযোগ যা শিক্ষার্থীদের বাস্তব-বিশ্বের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করতে পারে। শিক্ষানবিশতা শিক্ষার্থীদের তাদের ক্যারিয়ারের জন্য প্রস্তুত করতে এবং তাদের কর্মজীবনে সাফল্য অর্জনের সুযোগ তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে।

# দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা

## সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার ইতিহাস প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। প্রাচীনকালে বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা মূলত মুখস্থ পদ্ধতিতে প্রদান করা হতো। বিভিন্ন ধরনের কারিগরী কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের কুঁড়েঘর বা আশ্রম তৈরি করা হতো। এই আশ্রমগুলোতে কারিগরী শিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষাও প্রদান করা হতো।

মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এই সময়ে বিভিন্ন ধরনের কারিগরী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষাও প্রদান করা হতো।

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা অবনতি ঘটে। এই সময়ে কারিগরি শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশদের শিল্পে শ্রমিক তৈরি করা।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। ১৯৫৪ সালে “ইস্ট পাকিস্তান বোর্ড অব এক্সামিনেশন ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন” নামে একটি বোর্ড স্থাপিত হয়। এই

বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা পরিচালনা ও সনদপত্র প্রদান।

১৯৬৭ সালে "ইস্ট পাকিস্তান টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড" নামে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই বোর্ডের কাজের পরিধি আগের বোর্ডের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। নতুন বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল:

- কারিগরি শিক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও সিলেবাস প্রণয়ন ও উন্নয়ন
- কারিগরি শিক্ষার জন্য অবকাঠামো ও সরঞ্জামের উন্নয়ন
- কারিগরি শিক্ষার জন্য শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ
- কারিগরি শিক্ষার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন

বর্তমানে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। বোর্ডের অধীনে বর্তমানে ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা ইন মেরিন টেকনোলজি, এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা), এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও এসএসসি (ভোকেশনাল) এর শিক্ষাক্রম পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উদ্দেশ্য হলো দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি করা এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা। বোর্ডের কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

## লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

### লক্ষ্য

বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষার লক্ষ্য হলো:

- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগীকরণ করা
- মানবসম্পদ উন্নয়ন করা
- অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা
- জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা

### উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো:

- সুশিক্ষিত, দক্ষ ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের উপযোগী দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা
- শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা
- নারী ও পুরুষের জন্য সমান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুযোগ নিশ্চিত করা
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি করা
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে গবেষণা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করা

## কাঠামো

বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা তিনটি স্তরে পরিচালিত হয়:

- সার্টিফিকেট স্তর
- ডিপ্লোমা স্তর
- ডিগ্রী স্তর

## সার্টিফিকেট স্তর

সার্টিফিকেট স্তরের শিক্ষাকাল ১-৩ বছর। এই স্তরের শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সাধারণ কারিগরি দক্ষতা অর্জন করে। এই স্তরের শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

সার্টিফিকেট স্তরের শিক্ষাক্রমের মধ্যে রয়েছে:

- এসএসসি (ভোকেশনাল)
- ডিপ্লোমা ইন কমার্স (ফ্যাশন ডিজাইন)
- ডিপ্লোমা ইন কমার্স (হোটেল ম্যানেজমেন্ট)
- ডিপ্লোমা ইন কমার্স (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)
- ডিপ্লোমা ইন কমার্স (ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)
- ডিপ্লোমা ইন কমার্স (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)

## ডিপ্লোমা স্তর

ডিপ্লোমা স্তরের শিক্ষাকাল ৩-৪ বছর। এই স্তরের শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উচ্চতর কারিগরি দক্ষতা অর্জন করে। এই স্তরের শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের এসএসসি (ভোকেশনাল) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

ডিপ্লোমা স্তরের শিক্ষাক্রমের মধ্যে রয়েছে:

- ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা ইন কমার্স
- ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট
- ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার
- ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি

**ডিগ্রী স্তর**

ডিগ্রী স্তরের শিক্ষাকাল ৪-৫ বছর। এই স্তরের শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উচ্চতর কারিগরি দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জন করে। এই স্তরের শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

ডিগ্রী স্তরের শিক্ষাক্রমের মধ্যে রয়েছে:

- বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
- বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স

- বিবিএ
- এমবিএ
- এমএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

## কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

- স্তরভিত্তিক কাঠামো: বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা তিনটি স্তরে পরিচালিত হয়। এই স্তরগুলো হলো সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রী।
- বৃত্তিভিত্তিক কাঠামো: বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বৃত্তিভিত্তিক কাঠামোতে পরিচালিত হয়। এই কাঠামোতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
- উচ্চশিক্ষার সাথে সংযোগ: বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা উচ্চশিক্ষার সাথে সংযুক্ত। ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রী স্তরের শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হতে পারে।

# তৃতীয় অধ্যায়: শিক্ষানবিশতা এবং বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা

শিক্ষানবিশতা হলো এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, নির্দিষ্ট একটি ভাতা নির্ধারণ করার মাধ্যমে। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট পেশা বা বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দক্ষতা প্রদান করা হয়, সেই সাথে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় বা উপার্জন প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশে কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারিগরী শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা। শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদেরকে তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। এছাড়াও, শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদেরকে চাকরির জন্য প্রস্তুত করে।

## শিক্ষানবিশতার ভূমিকা

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদেরকে তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। এই দক্ষতাগুলির মধ্যে রয়েছে:

- প্রাথমিক দক্ষতা (Basic Skills): যেমন, পড়া, লেখার, গণনার দক্ষতা।
- পেশাগত দক্ষতা (Professional Skills): যেমন, একটি নির্দিষ্ট পেশা বা বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, যেমন, মেশিন চালানো, ইলেকট্রনিক্স মেরামত, কম্পিউটার ব্যবহার ইত্যাদি।
- ব্যক্তিগত দক্ষতা (Personal Skills): যেমন, যোগাযোগ দক্ষতা, সমস্যা সমাধান দক্ষতা, নেতৃত্ব দক্ষতা ইত্যাদি।

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদেরকে এই সকল দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। ফলে, শিক্ষানবিশরা তাদের কর্মজীবনে সফল হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত দক্ষতাগুলি অর্জন করতে পারে:

- তত্ত্বীয় জ্ঞান: শিক্ষানবিশরা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে তত্ত্বীয় জ্ঞান অর্জন করেছেন, তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শিখেন।
- ব্যবহারিক দক্ষতা: শিক্ষানবিশরা তাদের নির্দিষ্ট পেশা বা বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করেন।

- প্রযুক্তিগত দক্ষতা: শিক্ষানবিশরা নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে এবং ব্যবহার করতে শিখেন।
- সামাজিক দক্ষতা: শিক্ষানবিশরা অন্যদের সাথে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করতে এবং নেতৃত্ব দিতে শিখেন।
- যোগাযোগ দক্ষতা: শিক্ষানবিশরা তাদের ধারণা এবং তথ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে শিখেন।
- সমস্যা সমাধান দক্ষতা: শিক্ষানবিশরা জটিল সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে এবং সমাধান করতে শিখেন।

## চাকরির জন্য প্রস্তুত করা

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদেরকে চাকরির জন্য প্রস্তুত করে। এই প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদেরকে চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে। ফলে, শিক্ষানবিশরা চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত দক্ষতাগুলি অর্জন করতে পারে:

## চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের নির্দিষ্ট পেশা বা বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এই দক্ষতাগুলির মধ্যে রয়েছে:

- প্রযুক্তিগত দক্ষতা: শিক্ষানবিশরা নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে এবং ব্যবহার করতে শিখেন। এই দক্ষতাগুলি তাদের কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়।
- সামাজিক দক্ষতা: শিক্ষানবিশরা অন্যদের সাথে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করতে এবং নেতৃত্ব দিতে শিখেন। এই দক্ষতাগুলি তাদের কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে।
- যোগাযোগ দক্ষতা: শিক্ষানবিশরা তাদের ধারণা এবং তথ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে শিখেন। এই দক্ষতাগুলি তাদের কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ এবং সহযোগিতা উন্নত করতে সাহায্য করে।
- সমস্যা সমাধান দক্ষতা: শিক্ষানবিশরা জটিল সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে এবং সমাধান করতে শিখেন। এই দক্ষতাগুলি তাদের কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়।

## চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব কর্মক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এই অভিজ্ঞতা তাদেরকে চাকরির জন্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করে।

শিক্ষানবিশরা তাদের শিক্ষানবিশতা সময়ে বিভিন্ন ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এই কাজগুলির মধ্যে রয়েছে:

- প্রশিক্ষণ: শিক্ষানবিশরা তাদের প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে কাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে।
- স্ব-শিক্ষা: শিক্ষানবিশরা তাদের কাজের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নিজেদেরকে শিখতে পারে।
- অন্যদের সাথে কাজ করা: শিক্ষানবিশরা অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে কাজ করার মাধ্যমে তাদের যোগাযোগ দক্ষতা এবং সহযোগিতামূলক দক্ষতা উন্নত করতে পারে।

## চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ দক্ষতা

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের ধারণা এবং তথ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে শিখেন। এই দক্ষতাগুলি তাদের কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ এবং সহযোগিতা উন্নত করতে সাহায্য করে।

শিক্ষানবিশরা তাদের শিক্ষানবিশতা সময়ে বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এই দক্ষতাগুলির মধ্যে রয়েছে:

- মৌখিক যোগাযোগ: শিক্ষানবিশরা তাদের ধারণা এবং তথ্য মৌখিকভাবে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে শিখেন।
- লিখিত যোগাযোগ: শিক্ষানবিশরা তাদের ধারণা এবং তথ্য লিখিতভাবে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে শিখেন।
- প্রেজেন্টেশন দক্ষতা: শিক্ষানবিশরা তাদের ধারণা এবং তথ্য অন্যদের কাছে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে শিখেন।

**চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্ব দক্ষতা**

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অন্যদের সাথে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করতে এবং নেতৃত্ব দিতে শিখেন। এই দক্ষতাগুলি তাদের কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে।

শিক্ষানবিশরা তাদের শিক্ষানবিশতা সময়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্ব দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এই দক্ষতাগুলির মধ্যে রয়েছে:

- সহযোগিতা: শিক্ষানবিশরা অন্যদের সাথে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করতে শিখেন।
- নেতৃত্ব: শিক্ষানবিশরা অন্যদের নেতৃত্ব দিতে শিখেন।

- সৃজনশীলতা: শিক্ষানবিশরা নতুন ধারণা এবং সমাধান তৈরি করতে শিখেন।
- সমস্যা সমাধান: শিক্ষানবিশরা জটিল সমস্যাগুলি সমাধান করতে শিখেন।

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদের কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করে।

এছাড়া

- **জীবনযাপনের মান উন্নত করা:** শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদেরকে ভাতা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনযাপনের মান উন্নত করে। এই ভাতা শিক্ষার্থীদের জীবনযাপনের খরচ মেটাতে সাহায্য করে। ফলে, শিক্ষানবিশদের জীবনযাপনের মান উন্নত হয়।
- **কর্মজীবনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা:** শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে। এই প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদেরকে চাকরির জন্য প্রস্তুত করে এবং তাদের জীবনযাপনের মান উন্নত করে। ফলে, শিক্ষানবিশদের কর্মজীবনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়।
- **চাকরির জন্য নিয়োগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়:** শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য নিয়োগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি

করে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের নির্দিষ্ট পেশা বা বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ফলে, তারা চাকরি পেতে বেশি সুযোগ পায়।

- **চাকরিতে বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়:** শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের চাকরিতে বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা উন্নত করে। ফলে, তারা চাকরিতে উচ্চতর বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার সুযোগ পায়।
- **কর্মজীবনের উন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি পায়:** শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনের উন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি করে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা উন্নত করে। ফলে, তারা কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করতে এবং উচ্চতর পদে পৌঁছাতে পারে।

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেভাবে কর্মজীবনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে পারে তা নিম্নরূপ:

- শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের নির্দিষ্ট পেশা বা বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে। এই দক্ষতাগুলি তাদের কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়।

- শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব কর্মক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই অভিজ্ঞতা তাদেরকে চাকরির জন্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করে।
- শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের যোগাযোগ দক্ষতা এবং সহযোগিতামূলক দক্ষতা উন্নত করতে পারে। এই দক্ষতাগুলি তাদের কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করে।
- শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের নেতৃত্ব দক্ষতা উন্নত করতে পারে। এই দক্ষতাগুলি তাদের কর্মক্ষেত্রে উচ্চতর পদে পৌঁছাতে সহায়তা করে।

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদের কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করে। ফলে, শিক্ষানবিশদের কর্মজীবনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়।

## শিক্ষানবিশতার চ্যালেঞ্জ

### শিক্ষানবিশতার উন্নতির উপায়

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করে এবং

কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত হয়। তবে, শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই চ্যালেঞ্জগুলি নিম্নরূপ:

### শিক্ষানবিশদের আগ্রহ

অনেক শিক্ষানবিশ কর্মী শিক্ষানবিশতার গুরুত্ব না বুঝে কাজের প্রতি মনোযোগী হন না। তারা মনে করেন যে শিক্ষানবিশতা শুধুমাত্র একটি সময় কাটানোর ব্যবস্থা। ফলে, তারা কাজের গুরুত্ব বোঝেন না এবং কাজের প্রতি মনোযোগী হন না।

### শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণ

অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণের মান নিম্নমানের হয়। শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষকদের প্রয়োজন হয়। তবে, অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মান ভালো হয় না। ফলে, শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত হয় না এবং তারা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে না।

### শিক্ষানবিশদের সুযোগ-সুবিধা

অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশদের ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কম হয়। ফলে, শিক্ষানবিশদের কাজের প্রতি মনোযোগী হওয়ার আগ্রহ কমে যায়।

## শিক্ষানবিশতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

শিক্ষানবিশতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে:

- **শিক্ষানবিশদের আগ্রহ বৃদ্ধি:** শিক্ষানবিশদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য তাদের শিক্ষানবিশতার গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করা প্রয়োজন। তাদেরকে বোঝানো প্রয়োজন যে শিক্ষানবিশতা তাদের কর্মজীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।
- **শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণের মান উন্নত করা:** শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণের মান উন্নত করার জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মান উন্নত করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষকদেরকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জনের সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন।
- **শিক্ষানবিশদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা:** শিক্ষানবিশদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য তাদের ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

শিক্ষানবিশতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা হলে শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ একটি আরও কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হবে।

বাংলাদেশে কারিগরী শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষানবিশতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ

জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদেরকে চাকরির জন্য প্রস্তুত করে। শিক্ষানবিশতার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণকে আরও কার্যকর করা গেলে বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষার উন্নতি হবে।

# চতুর্থ অধ্যায়: শিক্ষানবিশতা প্রক্রিয়া

শিক্ষানবিশতা প্রক্রিয়া হল একটি প্রশিক্ষণ পদ্ধতি যেখানে একজন শিক্ষানবিস একজন অভিজ্ঞ কর্মী, যাকে মেন্টর বা প্রশিক্ষক বলা হয়, তার কাছ থেকে শেখে। শিক্ষানবিস প্রশিক্ষণের সময়কাল সাধারণত এক থেকে চার বছরের মধ্যে হয় এবং এটি একটি নির্দিষ্ট পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে।

## শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা:

### দক্ষ কর্মী সংকট:

অনেক দেশে নির্দিষ্ট পেশায় দক্ষ কর্মীর অভাব রয়েছে। ইউনাইটেড স্টেটসের ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিসটিকস অনুমান করে যে ২০২৭ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬.৫ মিলিয়ন উন্মুক্ত কাজ থাকবে। এই ঘাটতির একটি প্রধান কারণ হল নির্দিষ্ট পেশায় দক্ষ কর্মীর অভাব।

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারে। এটি শিক্ষানবিসদের একটি নির্দিষ্ট পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জন করতে সহায়তা করে, যার ফলে দক্ষ কর্মীদের পুল বৃদ্ধি পায়।

**কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি:**

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ শিক্ষানবিসদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে পারে। ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিশিপ অ্যাসোসিয়েশনের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে শিক্ষানবিশতা প্রোগ্রাম সম্পন্নকারী ৮৭% শিক্ষানবিস স্নাতকের ছয় মাসের মধ্যে চাকরি পেয়েছেন।

শিক্ষানবিশরা কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং একজন অভিজ্ঞ কর্মীর কাছ থেকে শেখে। এটি তাদের চাকরির বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলে।

**দক্ষতা বৃদ্ধি:**

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে। শিক্ষানবিশরা তাদের নির্বাচিত পেশার তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে শেখে। এটি তাদের আরও দক্ষ এবং উৎপাদনশীল কর্মী করে তোলে।

**উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:**

দক্ষ কর্মী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে। ম্যাকিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউটের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে উচ্চ-দক্ষ কর্মীসম্পন্ন দেশগুলি নিম্ন-দক্ষ কর্মীসম্পন্ন দেশগুলির তুলনায় উচ্চতর উত্পাদনশীলতা অর্জন করে।

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ কর্মীদের আরও দক্ষ এবং উৎপাদনশীল করে তোলে, যা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের জন্য উচ্চতর উৎপাদনশীলতার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের আরও অনেক সুবিধা রয়েছে। এটি কর্মীদের ধরে রাখার হার উন্নত করতে পারে, কর্মচারীদের মনোবল বাড়াতে পারে এবং একটি শক্তিশালী কর্মসংস্কৃতি তৈরি করতে পারে।

## শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল শিক্ষানবিসদের একটি নির্দিষ্ট পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞান প্রদান করা, তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করা এবং তাদের কর্মজীবনের উন্নয়নে সহায়তা করা।

এই লক্ষ্যগুলো পূরণের জন্য, শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেয়:

**বাস্তব-বিশ্বের দক্ষতা:**

- শিক্ষানবিশরা তাদের নির্বাচিত পেশার জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব-বিশ্বের দক্ষতা অর্জন করে।

- এটি অন-দ্য-জব প্রশিক্ষণ, ক্লাসরুম নির্দেশনা এবং মেন্টরশিপের মাধ্যমে করা হয়।
- এই দক্ষতাগুলি শিক্ষানবিশদের তাদের কাজের ক্ষেত্রে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে অবদান রাখতে সাহায্য করে।

**তাত্ত্বিক জ্ঞান:**

- শিক্ষানবিশরা তাদের নির্বাচিত পেশার তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করে।
- এটি ক্লাসরুম নির্দেশনা, অনলাইন কোর্স এবং স্ব-অধ্যয়নের মাধ্যমে করা হয়।
- এই জ্ঞান শিক্ষানবিশদের তাদের কাজের পেছনের নীতিগুলি বুঝতে এবং আরও জ্ঞানী সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

**পেশাগত আচরণ:**

- শিক্ষানবিশরা পেশাগত আচরণের গুরুত্ব শেখে।
- এটি পেশাদার পোশাক, সময়ের ব্যবস্থাপনা, এবং টিমওয়ার্কের মতো বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করে।

- এই দক্ষতাগুলি শিক্ষানবিশদের তাদের কর্মজীবনে সফল হতে এবং তাদের সহকর্মী এবং নিয়োগকর্তাদের কাছে সম্মান অর্জন করতে সাহায্য করে।

**কর্মজীবনের উন্নয়ন:**

- শিক্ষানবিশরা তাদের কর্মজীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে এবং সেগুলি অর্জনের জন্য পরিকল্পনা করতে সহায়তা পায়।

- এটি ক্যারিয়ার পরামর্শদান, নেটওয়ার্কিং এবং মেন্টরশিপের মাধ্যমে করা হয়।

- এই সহায়তা শিক্ষানবিশদের তাদের কর্মজীবনের দিকনির্দেশনা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সাহায্য করে।

## শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের সুবিধাঃ

### শিক্ষানবিশদের জন্যঃ

1. দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জনঃ

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, শিক্ষানবিশরা তাদের নির্বাচিত পেশার জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব-বিশ্বের দক্ষতা এবং তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করে।
- এটি তাদের কর্মক্ষেত্রে আরও আত্মবিশ্বাসী এবং দক্ষ হতে সাহায্য করে।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান তাদের কাজের প্রতি আরও আগ্রহী করে তোলে।

2. কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতিঃ

- প্রশিক্ষণ শিক্ষানবিশদের কর্মক্ষেত্রের নিয়ম-কানুন, পেশাদার আচরণ এবং টিমওয়ার্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি শেখানোর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করে।

- এটি তাদের কর্মক্ষেত্রে দ্রুত খাপ খাওয়াতে এবং তাদের সহকর্মীদের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

3. **কর্মজীবনের উন্নয়নে সহায়তা:**

- প্রশিক্ষণ শিক্ষানবিশদের তাদের কর্মজীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে এবং সেগুলি অর্জনের জন্য পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে।

- এটি তাদের ক্যারিয়ারের পরামর্শদান, নেটওয়ার্কিং এবং মেন্টরশিপের মাধ্যমে তাদের কর্মজীবনের দিকনির্দেশনা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সাহায্য করে।

4. **কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি:**

- প্রশিক্ষিত শিক্ষানবিশরা কর্মসংস্থানের বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে ওঠে।

- নিয়োগকর্তারা প্রায়শই প্রশিক্ষিত শিক্ষানবিশদের পছন্দ করেন কারণ তারা দ্রুত কাজের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং উৎপাদনশীল অবদানকারী হয়ে ওঠে।

নিয়োগকর্তাদের জন্যঃ

1. দক্ষ কর্মী নিয়োগঃ

- প্রশিক্ষিত শিক্ষানবিশদের নিয়োগ করে নিয়োগকর্তারা তাদের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দক্ষতা এবং জ্ঞান সম্পন্ন কর্মী নিয়োগ করতে পারেন।
- এটি তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে এবং কর্মক্ষেত্রে ত্রুটি হ্রাস করতে সাহায্য করে।

2. কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিঃ

- প্রশিক্ষিত শিক্ষানবিশরা দ্রুত কাজের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং উৎপাদনশীল অবদানকারী হয়ে ওঠে।
- এটি নিয়োগকর্তাদের সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করতে সাহায্য করে।

3. কর্মী ধরে রাখার হার উন্নত করাঃ

- প্রশিক্ষিত শিক্ষানবিশরা প্রতিষ্ঠানের সাথে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের জন্য আগ্রহী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ একটি মূল্যবান হাতিয়ার যা শিক্ষানবিসদের একটি নির্দিষ্ট পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জন করতে সহায়তা করে। এটি তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করে এবং তাদের কর্মজীবনের উন্নয়নে সহায়তা করে।

## শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের কাঠামো:

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের কাঠামো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন হতে পারে। তবে, সাধারণত এতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে:

1. **ক্লাসরুম প্রশিক্ষণ:**

- শিক্ষানবিসরা তাদের নির্বাচিত পেশার তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে শেখে।
- এতে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং পেশাদার আচরণের প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
- ক্লাসরুম প্রশিক্ষণ শিক্ষানবিশদের তাদের কাজের পেছনের নীতিগুলি বুঝতে এবং আরও জ্ঞানী সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

2. **অন-দ্য-জব প্রশিক্ষণ:**

- শিক্ষানবিসরা একজন অভিজ্ঞ কর্মীর অধীনে কাজ করে।

- এটি তাদের বাস্তব-বিশ্বের অভিজ্ঞতা অর্জন এবং তাদের দক্ষতা প্রয়োগ করতে সাহায্য করে।
- অন-দ্য-জব প্রশিক্ষণ শিক্ষানবিশদের কর্মক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জগুলি বুঝতে এবং সেগুলি মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে সাহায্য করে।

3. মেন্টরশিপ:

- শিক্ষানবিসরা একজন অভিজ্ঞ কর্মীর কাছ থেকে ব্যক্তিগত নির্দেশনা এবং পরামর্শ পায়।
- এটি তাদের কর্মজীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে এবং সেগুলি অর্জনের জন্য পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে।
- মেন্টরশিপ শিক্ষানবিশদের তাদের কর্মজীবনের দিকনির্দেশনা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সাহায্য করে।

অন্যান্য উপাদান:

- কিছু শিক্ষানবিশতা প্রোগ্রামে অনলাইন কোর্স, স্ব-অধ্যয়ন এবং প্রকল্পের কাজও অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- শিক্ষানবিশদের কর্মক্ষেত্রের নিয়ম-কানুন, পেশাদার আচরণ এবং টিমওয়ার্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি শেখানোর জন্যও প্রোগ্রামগুলি ডিজাইন করা হয়।

## শিক্ষানবিশতা প্রক্রিয়া

শিক্ষানবিশতা প্রক্রিয়া হলো চারটি ধাপের একটি পরিকল্পনা যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে। এই প্রক্রিয়াটিতে তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় রয়েছে।

**চারটি ধাপ হল:**

**১. প্রোগ্রাম তৈরি:**

- নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিক প্রতিনিধিরা প্রয়োজনীয় পেশাগত দক্ষতা নির্ধারণে অংশগ্রহণ করে।
- একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক কাঠামোর মধ্যে প্রোগ্রামটি একটি শিক্ষানবিশ যোগ্যতায় রূপান্তরিত হয়।
- উদীয়মান দক্ষতা প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়ন শ্রম বাজারের প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করে।

**২. প্রশিক্ষণের স্থান প্রস্তুতি:**

- সকল স্টেকহোল্ডারদের স্পষ্ট ভূমিকা এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়।
- ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষানবিশদের সহায়তা করার জন্য প্রশিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়।

- ন্যায়সঙ্গত তহবিল ব্যবস্থা নিশ্চিত করে যে নিয়োগকর্তারা শিক্ষানবিশতা সমর্থন করতে ইচ্ছুক।
- শিল্প খাতের নিয়োগকর্তারা তাদের বর্তমান এবং প্রত্যাশিত দক্ষতা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরামর্শ দেয়।

**৩. প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং বিতরণ:**

- শিক্ষানবিশ নিয়োগ করা হয় এবং প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।
- প্রশিক্ষণ কার্যকরভাবে প্রদান করা হয়, ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষানবিশদের সহায়তা করা হয় এবং অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- নিয়োগকর্তা এবং TVET প্রদানকারীদের উভয়ের অবদান সমন্বিত করা হয়।

**৪. প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন এবং রূপান্তর:**

- শিক্ষানবিশরা তাদের প্রোগ্রাম শেষ করলে, তাদের যোগ্যতা প্রত্যয়িত হয় এবং তারা শ্রমবাজারে প্রবেশ করে।
- "ট্রেসার" গবেষণার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল মূল্যায়ন করা হয়।
- মূল্যায়নের ফলাফল ভবিষ্যতের প্রোগ্রাম উন্নত করতে ব্যবহার করা হয়।

- নীতি ও প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়।

## শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের চ্যালেঞ্জঃ

### শিক্ষানবিস খুঁজে পাওয়াঃ

- কিছু ক্ষেত্রে, উপযুক্ত শিক্ষানবিস খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে।
- এর কারণ হতে পারে প্রোগ্রাম সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন আবেদনকারীদের অভাব, অথবা আকর্ষণীয় বেতন এবং সুবিধা প্রদানে ব্যর্থতা।

### প্রশিক্ষক খুঁজে পাওয়াঃ

- কিছু ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞ কর্মীদের প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া কঠিন হতে পারে।
- এর কারণ হতে পারে তাদের প্রশিক্ষণের অভাব, সময়ের অভাব, অথবা প্রশিক্ষণের জন্য প্রণোদনার অভাব।

### সময় এবং সম্পদের প্রতিশ্রুতিঃ

- শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের জন্য সময় এবং সম্পদের উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন।

- এর মধ্যে শিক্ষানবিশদের বেতন, প্রশিক্ষণের খরচ এবং প্রশিক্ষকদের সময়ের জন্য প্রদানের খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

অন্যান্য চ্যালেঞ্জ:

- কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলির সাথে তাল মিলিয়ে প্রোগ্রামটি আপডেট রাখা।
- শিক্ষানবিশ এবং প্রশিক্ষকদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ নিশ্চিত করা।
- প্রোগ্রামের মান নিয়ন্ত্রণ করা।

**এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য, প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজন:**

- শিক্ষানবিশদের আকর্ষণ এবং ধরে রাখার জন্য আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম তৈরি করা।
- প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান করা।
- প্রোগ্রামটি পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ করা।
- প্রোগ্রামটি নিয়মিত পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করা।

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ একটি কার্যকর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি হতে পারে যা শিক্ষানবিসদের একটি নির্দিষ্ট পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করতে পারে।

# পঞ্চম অধ্যায়: শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন

## ভূমিকা:

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, শিক্ষানবিশরা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে কাজের প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা লাভ করে।

## শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

**দক্ষ কর্মী তৈরি:**

- **লক্ষ্য:** শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
- **উদাহরণ:**
    - **টেক্সটাইল শিল্পে:** শিক্ষানবিশরা অভিজ্ঞ কর্মীদের কাছ থেকে কাজের প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা লাভ করে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, শিক্ষানবিশরা টেক্সটাইল শিল্পে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে।
    - **কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে:** শিক্ষানবিশরা বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, শিক্ষানবিশরা বিভিন্ন কারিগরি কাজের দক্ষতা অর্জন করে।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:

- **লক্ষ্য:** দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।
- **উদাহরণ:**
    - **সরকারি প্রণোদনা:** সরকার, শিক্ষানবিশদের জন্য ভাতা প্রদান করে এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সহায়তা করে। এর ফলে, শিক্ষানবিশদের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পায়।
    - **বেসরকারি উদ্যোগ:** বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষানবিশদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে।

দারিদ্র্য বিমোচন:

- **লক্ষ্য:** দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা।
- **উদাহরণ:**
    - **দক্ষ কর্মীর উচ্চ আয়:** দক্ষ কর্মীরা, অদক্ষ কর্মীদের তুলনায় অনেক বেশি আয় করতে পারে। এর ফলে, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা হয়।
    - **উদ্যোক্তা তৈরি:** শিক্ষানবিশরা, প্রশিক্ষণ লাভের পর নিজেরাও উদ্যোক্তা হতে পারে। এর

ফলে, তারা নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে এবং অন্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে।

**শিল্পের উন্নয়নঃ**

- **লক্ষ্যঃ** দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা করা।
- **উদাহরণঃ**
    - **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিঃ** দক্ষ কর্মীরা, দ্রুত এবং উন্নত মানের কাজ করতে পারে। এর ফলে, শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।
    - **প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিঃ** দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য, বাজারে বেশি প্রতিযোগিতা করতে পারে। এর ফলে, শিল্পের উন্নয়ন হয়।

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের মাধ্যমে, দক্ষ কর্মী তৈরি করা সম্ভব। দক্ষ কর্ম

## শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশঃ

**প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের উন্নয়নঃ**

- **শিল্প-ভিত্তিক প্রোগ্রামঃ** বাজার চাহিদা ও শিল্পের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিশ্চিত

করতে শিল্পের অংশীজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

- **কম্পিটেন্সি-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ:** শিক্ষানবিশদের জ্ঞান, দক্ষতা, এবং মনোভাবের বিস্তৃত পরিধিকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলি ডিজাইন করা।
- **মডুলার প্রশিক্ষণ:** নমনীয়তা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণকে স্বতন্ত্র মডিউলে ভাগ করে নেওয়া, যা শিক্ষানবিশদের চাহিদা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যায়।
- **প্রযুক্তির একীভূতকরণ:** শেখার প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয় ও কার্যকর করতে ইন্টারেক্টিভ প্রযুক্তি, যেমন সিমুলেশন, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, এবং গেমিফিকেশন ব্যবহার করা।

**পরীক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি:**

- **শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম:** নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষকদের শিক্ষণ পদ্ধতি, শিল্পের সাম্প্রতিক প্রবণতা, এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা।
- **মেন্টরশিপ ও পিয়ার লার্নিং:** অভিজ্ঞতাপূর্ণ প্রশিক্ষকদের নতুন প্রশিক্ষকদের সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান, এবং শিক্ষকদের মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য পিয়ার লার্নিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা।
- **কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা:** শিক্ষকদেরকে সময়ে সময়ে কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করা, যাতে

তারা শিল্পের চাহিদা ও বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সজ্ঞান থাকতে পারেন।

**প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন:**

<u>আধুনিক সুবিধাঃ</u>

**আধুনিক সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, এবং প্রযুক্তিগত অবকাঠামো নিশ্চিত করে শিক্ষানবিশদের জন্য একটি উন্নত ও অনুকূল শেখার পরিবেশ সৃষ্টি করাঃ**

আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি:

- **প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ:** শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা।
- **নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ:** সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ব্যবস্থা করা, যাতে তা সর্বদা কার্যকর অবস্থায় থাকে।
- **নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:** সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশিকা প্রদান করা।

প্রযুক্তিগত অবকাঠামো:

- **আধুনিক ল্যাবরেটরি:** শিক্ষানবিশদের জন্য আধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা, যেখানে তারা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারবে।
- **কম্পিউটার ল্যাব:** শিক্ষানবিশদের জন্য আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা, যেখানে তারা তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।
- **ইন্টারনেট সংযোগ:** শিক্ষানবিশদের জন্য ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা বিশ্বের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যের সাথে পরিচিত থাকতে পারে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক:

- **প্রশিক্ষণ কক্ষের পরিবেশ:** শিক্ষানবিশদের জন্য আকর্ষণীয় ও অনুপ্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ কক্ষের পরিবেশ তৈরি করা।
- **পর্যাপ্ত শিক্ষক:** শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করা।
- **শিক্ষা উপকরণ:** শিক্ষানবিশদের জন্য আধুনিক শিক্ষা উপকরণ, যেমন বই, পত্রিকা, মাল্টিমিডিয়া উপকরণ ইত্যাদি সরবরাহ করা।

উদ্দেশ্য:

- **শিক্ষার মান উন্নয়ন:** আধুনিক সুবিধা শিক্ষানবিশদের জন্য উন্নত শেখার পরিবেশ তৈরি করে শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তা করে।
- **দক্ষতা বৃদ্ধি:** আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষানবিশদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- **কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি:** আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষানবিশদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

উদাহরণ:

- **টেক্সটাইল শিল্পে:** টেক্সটাইল শিল্পে শিক্ষানবিশদের জন্য আধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে
- **কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে:** কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে শিক্ষানবিশরা তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।
- **সরকারি প্রণোদনা:** সরকার শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আধুনিক সুবিধা স্থাপনের জন্য প্রণোদনা প্রদান করে।

আধুনিক সুবিধা শিক্ষানবিশদের জন্য একটি উন্নত ও অনুকূল শেখার পরিবেশ তৈরি করে। এই পরিবেশে শিক্ষানবিশরা উন্নত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে, যা তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে এবং দেশের শিল্প-কলকারখানার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## শিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক:

**শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা, যাতে শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণ শিল্পের প্রকৃত চাহিদা পূরণ করে:**

**সম্পর্ক স্থাপনের উপায়:**

- **শিল্প-শিক্ষা কাউন্সিল:** শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি শিল্প-শিক্ষা কাউন্সিল গঠন করা।
- **নিয়মিত মিটিং:** শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিয়মিত মিটিং ও আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- **শিল্প পরিদর্শন:** শিক্ষানবিশদের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।
- **শিল্পে অভিজ্ঞতা:** শিক্ষকদের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করা।

- **যৌথ প্রোগ্রাম:** শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যৌথভাবে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, গবেষণা, এবং প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

সম্পর্কের সুবিধা:

- **প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন:** শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম তৈরি করা, যা শিক্ষানবিশদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- **কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি:** শিল্পের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে শিক্ষানবিশদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।
- **প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধি:** শিল্পের সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষানবিশরা জানতে পারে।
- **শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি:** শিক্ষকরা শিল্পের অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।
- **শিল্পের উন্নয়ন:** দক্ষ জনবলের মাধ্যমে শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসার ঘটে।

উদাহরণ:

- **জার্মানির ডুয়াল সিস্টেম:** জার্মানিতে শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের জন্য ডুয়াল সিস্টেম বাস্তবায়িত করা হয়েছে, যেখানে শিক্ষানবিশরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমান্তরাল প্রশিক্ষণ লাভ করে।

- **বাংলাদেশে:** বাংলাদেশে টেক্সটাইল শিল্পে শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের জন্য শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সম্পর্কের মাধ্যমে শিক্ষানবিশরা শিল্পের প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন করতে পারে, যা তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে এবং দেশের শিল্প-কলকারখানার উন্নয়নে সহায়তা করে।

## আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

**আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করে:**

- **শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়ন করা:**
    - আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে পাঠ্যক্রম তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।
    - শিক্ষকদের জন্য আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করা।
    - আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা উপকরণ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা।
- **শিক্ষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা:**
    - আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষকদের সুযোগ প্রদান করা।

    - আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের বিনিময় কর্মসূচি চালু করা।
    - অনলাইন কোর্স ও ওয়েবিনারের মাধ্যমে শিক্ষকদের জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ করে দেওয়া।
- **শিক্ষানবিশদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা:**
    - আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
    - আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় শিক্ষানবিশদের অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা।
    - আন্তর্জাতিক বিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষানবিশদের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া।

সহযোগিতার উপায়:

- **আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক:** আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা।
- **যৌথ গবেষণা ও প্রকাশনা:** আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- **শিক্ষক ও শিক্ষানবিশদের বিনিময়:** আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষক ও শিক্ষানবিশদের বিনিময় কর্মসূচি চালু করা।

- **অনলাইন সহযোগিতা:** ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করা।

সহযোগিতার সুবিধা:

- **শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়ন:** আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রদান করা।
- **শিক্ষক ও শিক্ষানবিশদের দক্ষতা বৃদ্ধি:** আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ।
- **কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি:** আন্তর্জাতিক বাজারে দক্ষ জনবল সরবরাহ করা।
- **দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি:** আন্তর্জাতিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের ভাবমূর্তি উন্নত করা।

শিক্ষানবিশদের ভাতা বৃদ্ধি:

- **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন:** শিক্ষানবিশদের জন্য ন্যূনতম ভাতা বৃদ্ধি করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা।
- **কর্মক্ষেত্রের আকর্ষণ বৃদ্ধি:** আকর্ষণীয় ভাতা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণকে কর্মক্ষেত্রের একটি আকর্ষণীয় বিকল্প হিসেবে তুলে ধরা।

সরকারি নীতিমালা:

- **নীতিমালার পর্যালোচনা:** নিয়মিত নীতিমালার পর্যালোচনা ও সংশোধন করা, যাতে শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের প্রোগ্রামগুলি বাজারের চাহিদা ও শিল্পের প্রবণতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।
- **প্রণোদনা ও সহায়তা:** শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের প্রসার ও উন্নয়নে প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা।
- **ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের সমর্থন:** ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগকে সমর্থন করে শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের প্রসার ও উন্নয়নে সহায়তা করা।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক:

- **শিক্ষানবিশদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা:** শিক্ষানবিশদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- **অনুপ্রেরণা ও মনোবল বৃদ্ধি:** শিক্ষানবিশদের মধ্যে অনুপ্রেরণা ও মনোবল বৃদ্ধির জন্য পুরস্কার, স্বীকৃতি, এবং ক্যারিয়ার উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করা।
- **নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি:** শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা স্থাপন করা।

উদাহরণঃ

- **বাংলাদেশে, টেক্সটাইল শিল্পে শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের একটি ভালো উদাহরণ।** এই শিল্পে, শিক্ষানবিশরা অভিজ্ঞ কর্মীদের কাছ থেকে কাজের প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা লাভ করে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, শিক্ষানবিশরা টেক্সটাইল শিল্পে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে।
- **বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।** সরকার, শিক্ষানবিশদের জন্য ভাতা প্রদান করে এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সহায়তা করে।

শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণ, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের মাধ্যমে, দক্ষ কর্মী তৈরি করা সম্ভব। দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব।

# শ্রম আইন অনুসারে শিক্ষানবিশতা

প্রযোজ্যতাঃ

- এই আইন 2 বছরের বেশি সময় ধরে চলমান এবং 50 জনেরও বেশি কর্মচারী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য।

সংজ্ঞাঃ

- **শিক্ষানবিসঃ** যে ব্যক্তি শিক্ষানবিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।
- **শিক্ষানবিসতাঃ** একটি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যেখানে একজন নিয়োগকর্তা একটি নির্দিষ্ট ব্যবসায়ের জন্য একজন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয় এবং শিক্ষানবিস প্রশিক্ষণের সময়কালে নিয়োগকর্তার জন্য কাজ করে।
- **শিক্ষানবিসযোগ্য পেশাঃ** সরকার কর্তৃক শিক্ষানবিস প্রোগ্রামের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত ব্যবসা বা পেশা।

বিধিমালাঃ

- সরকার একটি ত্রিপক্ষীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করতে পারে যা শিক্ষানবিস বিষয়ে পরামর্শ দেবে।

- নিয়োগকর্তাদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে:
    - নিয়ম মেনে চলা।
    - একটি শিক্ষানবিস প্রোগ্রাম চালু করা এবং নিবন্ধন করা।
    - ন্যূনতম সংখ্যক কর্মচারীকে শিক্ষানবিসযোগ্য পেশায় প্রশিক্ষণ দেওয়া।
    - শিক্ষানবিসদের তাদের কর্মঘন্টার কমপক্ষে 20% এর জন্য তাত্ত্বিক নির্দেশনা প্রদান করা।
    - প্রোগ্রামের সম্পূর্ণ খরচ বহন করা।
    - শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অধীনে ছেড়ে যাওয়া প্রাক্তন শিক্ষানবিসদের নিয়োগের অনুমতি নেওয়া।
- নিয়োগকর্তারা শিক্ষানবিস প্রোগ্রামের খরচের উপর আয়কর থেকে অব্যাহতি পাবে এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের জন্য আমদানি লাইসেন্স পেতে পারে।
- সক্ষম কর্তৃপক্ষ নিয়োগকর্তাদের প্রযুক্তিগত পরামর্শ এবং নির্দেশিকা প্রদানের জন্য দায়ী।

**শিক্ষানবিস কর্মীর দায়িত্ব:**

- মনোযোগ সহকারে শিখুন এবং দক্ষ কর্মী হওয়ার চেষ্টা করুন।
- প্রশিক্ষণ সেশনে অংশগ্রহণ করুন এবং প্রোগ্রামের নির্দেশিকা মেনে চলুন।
- শিক্ষানবিসতার সাথে সম্পর্কিত আইনি আদেশ মেনে চলুন এবং চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা পূরণ করুন।
- অগ্রগতি মূল্যায়ন গ্রহণ করুন।
- নিজস্ব পেশার বাইরে ইউনিয়নে যোগদান করা থেকে বিরত থাকুন।
- অভিযোগের জন্য সক্ষম কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করুন এবং তাদের সিদ্ধান্ত মেনে চলুন।
- সম্পন্ন করার পর প্রোগ্রাম ছেড়ে যাওয়ার আগে অনুমতি নিন।

**অনৈতিকতার পরিণতি:**

- চুক্তি পূরণে ব্যর্থতা, স্বেচ্ছায় ছেড়ে যাওয়া বা কর্তব্য অবহেলা করার ফলে নিয়োগকর্তাকে ক্ষতিপূরণ এবং ব্যয় প্রদান করতে হতে পারে।

পরিদর্শন এবং প্রয়োগ:

- সক্ষম কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ, পরিদর্শন এবং পরীক্ষা করার অধিকার রয়েছে, শিক্ষানবিসদের পরীক্ষা করতে পারে এবং প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্টেশনে অ্যাক্সেস করতে পারে।
- তারা নিয়ম মেনে চলার তদন্ত করতে পারে এবং নিয়ম অনুসারে অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

ক্ষমতা প্রতিনিধি:

- সক্ষম কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট ক্ষমতা অধস্তন কর্মীদের কাছে প্রতিনিধি দিতে পারে।

## শিক্ষানবিস - জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১

১২.১ থেকে ১২.১০ পর্যন্ত এই নীতির অংশে শিক্ষানবিস ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

মূল বিষয়গুলো:

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষানবিস ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।

- শিক্ষানবিসদের জন্য দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (CBT &A)।
- জাতীয় দক্ষতা ও পেশাগত যোগ্যতা কাঠামোর (NTVQF) অধীনে শিক্ষানবিসদের জাতীয় স্বীকৃত যোগ্যতা প্রদান।
- শিক্ষানবিস ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক বিপণন প্রচারণা।
- অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে শিক্ষানবিসদের জন্য আচরণবিধি তৈরি।
- অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে শিক্ষানবিস ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন সহায়তা ব্যবস্থা প্রদান।
- শ্রম আইন এবং শিক্ষানবিস বিধিমালায় প্রয়োজনে সংশোধন।

উদ্দেশ্য:

- কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য তরুণদের প্রস্তুত করা।
- দক্ষ কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- শিক্ষানবিসদের শোষণ রোধ করা।
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির মধ্যে দক্ষতা বিকাশে সমন্বয় সাধন করা।

বাস্তবায়ন:

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (MoLE) এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা ও ম্যানপাওয়ার প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET) এর মাধ্যমে।
- শিল্প ও অন্যান্য সামাজিক অংশীদারদের সাথে যৌথভাবে।
- সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায়।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

- দক্ষ কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি।
- কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধি।
- দারিদ্র্য হ্রাস।
- জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

# উপসংহার

এই বইটি শিক্ষানবিশতা এবং বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক অন্বেষণ করে। শিক্ষানবিশতা একটি প্রাচীন এবং প্রমাণিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি যা শিক্ষার্থীদের একটি নির্দিষ্ট পেশায় দক্ষতা অর্জন করতে সাহায্য করে। বাংলাদেশে কারিগরী শিক্ষা দ্রুত বিকশিত হচ্ছে এবং শিক্ষানবিশতা এই বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এই বইটিতে আমরা শিক্ষানবিশতার সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জগুলি আলোচনা করেছি। আমরা বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষার বর্তমান অবস্থা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কাঠামো এবং বিভিন্ন স্তরের বিবরণ তুলে ধরেছি।

এছাড়াও, আমরা শিক্ষানবিশতার ভূমিকা, চাকরির জন্য প্রস্তুতি, সুযোগ-সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জগুলি আলোচনা করেছি। শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সুবিধা, কাঠামো এবং চ্যালেঞ্জগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শেষ অধ্যায়ে আমরা শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সুপারিশ এবং এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছি।

**এই বইটির প্রধান সিদ্ধান্তগুলি হল:**

- শিক্ষানবিশতা একটি কার্যকর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি যা শিক্ষার্থীদের দক্ষ কর্মী হতে সাহায্য করে।

- বাংলাদেশে কারিগরী শিক্ষা দ্রুত বিকশিত হচ্ছে এবং শিক্ষানবিশতা এই বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- শিক্ষানবিশতার সুযোগ-সুবিধা ব্যাপক, তবে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে।
- শিক্ষানবিশতা প্রশিক্ষণের মান উন্নত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

**এই বইটি শিক্ষানবিশ, প্রশিক্ষক, শিক্ষক, নীতিনির্ধারক, নিয়োগকর্তা এবং শিক্ষানবিশতা প্রোগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্যদের জন্য লেখা হয়েছে।**

**আশা করি, এই বইটি শিক্ষানবিশতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করবে এবং বাংলাদেশে এর উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।**

## রেফারেন্স

১) Training Manual of Apprenticeship Programme Bangladesh For Practitioner

২) ILO Toolkit for Quality Apprenticeships – Vol. 1

৩) ILO Toolkit for Quality Apprenticeships – Volume 2: Guide for Practitioners

৪) ILO Toolkit for Quality Apprenticeships – Vol. 1: Guide for Policy Makers

৫) Tools for Quality Apprenticeships: a Guide for Enterprises